আদিবাসী নাচ দেখতে ভিড় জমিয়েছে দর্শকরা। ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা

বুনিয়াদপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ সোমবার বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগদুয়ার বোল্লা কালীপুজো কমিটির উদ্যোগে রাতে এক জমজমাট আদিবাসী নাচের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করল মেলায় উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শক। মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার মোট ৭টি দল আদিবাসী নাচের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মঞ্চে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বংশীহারী ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি মাইকেল মার্ডি। প্রথম স্থান অধিকার করে গাজোলের দুর সারমা অ্যাকাডেমি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তপন থানার ঝুলঝুলি অ্যাকাডেমি। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারি দলকে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

ছাত্রদের সচেতন করতে শিবির

চালসা, ১৪ নভেম্বর ঃ পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়ে শুধু ছাত্রীদের সচেতন করলে হবে না, ছাত্রদেরও এই বিষয় সচেতন করা দরকার। তাহলেই ওই সমস্যা দূর হবে। তাই এবার এবিষয়ে স্কুলছাত্রদের সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও লান্ডলেসা নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, মাল ও মেটেলি ব্লকের একটি করে স্কুলের অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের এব্যাপারে সচেতন করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির পক্ষে প্রসন্না প্রধান ও জয়শ্রী ঘোষ চৌধুরি বলেন, ধূপগুড়ির খুট্টিমারি উচ্চবিদ্যালয়, মাল আদর্শ ভবন ও মেটেলির পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয়ে এব্যাপারে শিবির করা হচ্ছে। মঙ্গলবার পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ের শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে খুট্টিমারি উচ্চবিদ্যালয়েও প্রথম পর্যায়ের শিবির করা হয়েছে। ১৬ নভেম্বর মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে শিবির করা হবে।

দাবি আদায়ে শিশু দিবসেই পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

মালদা ও হবিবপুর ১৪ নভেম্বর ঃ শিশু দিবসে পথ অবরোধে শামিল হল শিশুরাই। কোথাও বেপরোয়া যান চালানোর বিরুদ্ধে, তো কোথাও বাস দাঁড়ানোর দাবিতে পথ অবরোধ করে খুদে পড়ুয়ারা। খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে অবরোধে শামিল হন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ স্থানীয় মানুষজনও। এই ঘটনা ঘিরে মঙ্গলবার মালদা জেলার রাজ্য সড়কগুলি কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

এদিন সকাল ১০.৩০ থেকে ইংরেজবাজারে দামোদরপুরে পথ অবরোধ করে স্থানীয় শান্তাদেব্যা হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। মালদা থেকে মানিকচকগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও ঘটনার সূত্রপাত সোমবার থেকে। অভিযোগ, ওই এলাকায় রয়েছে দুটি উচ্চবিদ্যালয় এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই তিনটি বিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। সোমবার স্কুল ছুটির পর শান্তাদেব্যা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র চিরঞ্জিৎ মণ্ডল রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বেপরোয়া গতিতে একটি ম্যাজিক ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হয় ওই ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তাকেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আনা হয়। এরপরেই ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের সামনে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বসে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসে। পুলিশ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিশ্রুতি দেয় মঙ্গলবার থেকেই স্কুলের সামনেই ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হবে এবং বসানো হবে গতি রোধের ব্যবস্থা। পুলিশের প্রতিশ্রুতির পর সোমবার পড়ুয়ারা পথ অবরোধ তুলে নিলেও মঙ্গলবার স্কুলে এসে তারা দেখতে পায়, পুলিশ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এরপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ফের রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বসে। সেই অবরোধে শামিল হন শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহ এলাকার মানুষজন। অবরোধ চলে দুপুর প্রায় পৌনে তিনটা পর্যন্ত। সেই সময় পুলিশ এসে নির্দিষ্ট স্থানে দুটি গতি নিয়ন্ত্রণ বসালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তন্ময় দাস নামে স্কুলের এক শিক্ষক জানান, স্কুলের সামনে রাজ্য সড়কের উপর ব্যারিয়ার লাগানো এবং ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ নিয়ে একাধিকবার পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। গতকাল বিদ্যালয়ের এক খুদে পড়ুয়া দুর্ঘটনায় আহত হলে তারা স্কুলের সামনে পথ অবরোধ করে। সোমবার পুলিশ তাদের ব্যারিয়ার লাগানোর আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু মঙ্গলবার দেখা যায়, পুলিশ তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ফলে পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে পড়ুয়ারা। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শান্তাদেব্যা হাইস্কুলের পার্শ্ববর্তী নঘরিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুনীল সরকার বলেন, এই এলাকায় তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বেপরোয়া যান চলাচলে শিকার হচ্ছে। এদিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে পথ অবরোধ শুরু হয়। তবে পুলিশ অনেক দেরিতে পৌঁছায় অবরোধের স্থানে। পড়ুয়াদের দাবি অনুযায়ী দুটি ব্যারিয়ার ঘটনাস্থলে বসালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এদিকে, হবিবপুর থানার ঝিনঝিনি পুকুর এলাকায় পথ অবরোধ করে খুদে পড়ুয়ারা। তাদের অভিযোগ, এই এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা হাত দেখালেও বাস দাঁড়ায় না। বাস দাঁড়ানোর দাবিতে এদিন মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। ফলে রাজ্য সড়কে বহু যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধের পর হবিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পথ অবরোধকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, ঝিনঝিনি পুকুর এলাকায় তারা বাসের জন্য অপেক্ষা করে হাত দেখালেও কোনো বাস দাঁড়ায় না। ফলে প্রতিদিনই বিপাকে পড়তে হয় পড়ুয়াদের। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা পথ অবরোধ করেছে। তাদের আরও দাবি, এই ব্যাপারে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতে হবে। পড়ুয়াদের বক্তব্য, পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়ায় এদিনের মতো পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগামীতে বাস না দাঁড়ালে ফের তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হবে।

এবারও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কিট পার্টনার পারফরম্যাক্স

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ গত দুই বছরের মতো এবছরও ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফুটবল ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেডের অফিশিয়াল কিট পার্টনার হল অ্যাকটিভ উইয়ার ব্র্যান্ড পারফরম্যাক্স, যেটির বিপণন করা হয় ট্রেন্ডস-এর শোরুম থেকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় বাছাই করা ট্রেন্ড স্টোর্সগুলিতে পারফরম্যাক্সের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। ক্লাবের স্বত্বাধিকারী তথা বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম বলেছেন, আমাদের ও পারফরম্যাক্সের অভিন্ন চিন্তাধারা। পারফরম্যাক্স যেমন তাদের অ্যাডভান্সড গিয়ার তৈরির প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়, সেরকম আমাদের ক্লাবও ঘাম ঝরানো সাফল্যে বিশ্বাস করে।

জমিতে এখনও বন্যার জল, প্রশাসনের দ্বারস্থ কৃষকরা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে গেছে বন্যার জল। এর ফলে বোরো চাষ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাধিকাপুর, হাজিপুর, ডহরা ও নানারাহি গ্রামের কৃষকরা। ওই গ্রামের কৃষক জাকারিয়া আবু বাক্কার, মহম্মদ জাক্কাররা জানান, গত আগস্ট মাসে আজিমনগরের বাঁধ কেটে যাওয়ায় গঙ্গা-ফুলহরের জলে বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের দুটি ব্লক। জলের নীচে চলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের অন্যান্য অঞ্চল সহ সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু অন্যান্য এলাকাগুলিতে জল নেমে যাওয়ার পরও এই এলাকার জমিতে এখনও জল দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, জল নিকাশির কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু এর পাশের সরকারি জমির ওপর দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা রয়েছে। যদি বিডিও বা প্রধানের তরফ থেকে মজুর লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে আগামীতে ফসল বোনার কাজে হাত লাগাতে পারবেন তাঁরা। সাম্প্রতিক বন্যায় তাঁরা ঘরবাড়ির সঙ্গে জমিতে থাকা ফসলও খুইয়েছেন। এখন তাঁরা নিঃস্ব। এই মুহূর্তে ধারদেনা করে বোরো চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু এই জমিগুলিতে জল জমে থাকায় তাঁরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। বোরো মরশুমে চাষ করতে না পারলে তাঁদের এবার অনাহারেই দিন কাটাতে হবে। তাই এর জন্য তাঁরা হরিশ্চন্দ্রপুর ২-এর বিডিও'র কাছে আবেদন করেছেন, যাতে জমির জমা জল প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে নিকাশ হয়। এদিকে বিডিও কৃষ্ণচন্দ্র দাস কৃষকদের আবেদনপত্রটি পেয়েই সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বিষয়টি সমাধান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে, এলাকার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রফিকুল আলম বলেন, ১০ দিন হয়ে গেল কৃষকরা আবেদনপত্র দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্লক কিংবা পঞ্চায়েত, কোনো স্তর থেকেই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি এবিষয়ে বিডিও'কে জানিয়েছেন, এর ফলে যদি কৃষকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কোনো কৃষক চরম পথ বেছে নেন, তার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে। কারণ এরা বিগত বন্যায় সব কিছু হারিয়েছেন। ঘরে খাবার বলতে তাঁদের কিছুই নেই। বোরো চাষই এখন তাঁদের একমাত্র ভরসা। অন্যদিকে, সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীকৃষ্ণ শর্মা বলেন, তিনি বিডিও'র নির্দেশ পেয়েই সেখানে সরকারি জমির ওপর দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় কিছু মানুষ একাজে তাঁকে বাধা দেন। তিনি পুলিশের সাহায্য নিয়ে কাজটি করবেন।

হরিরামপুরে বুড়িপুজো ও মেলা

হরিরামপুর, ১৪ নভেম্বর ঃ প্রায় দুশো বছরের পুরোনো বুড়িপুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে হরিরামপুরের বৈরাঠ্যা গ্রাম জুড়ে এখন সাজো সাজো রব। বুধবার সকাল থেকে শুরু হবে মূল পুজো। বুড়িপুজোকে কেন্দ্র করে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা চলে এসেছেন। বুড়িপুজোর সম্পাদক কৃষ্ণপদ সরকার, পুজোর সেবাইত বিজয় সরকার ও মণিশ্বর সরকাররা জানান, মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হবে পুজোর আয়োজন। পুজোর পরে মেলা চলবে তিনদিন ধরে। এই পুজো শুরু হয়েছিল গড়দিঘির পাড়ে জঙ্গল ঘেরা ফুলতলায়। বিজয় সরকারদের পূর্বজনেরা এই পুজোর প্রচলন করেন। প্রথমে পুজো শুরু হয় ঘটপুজো দিয়ে। পুজোর পরে আর পেছন ফিরে তাকাবার রীতি ছিল না। ঘট নিয়ে পুরোহিত সোজা চলে আসতেন বৈরাঠ্যা গ্রামে। পরে সেই জায়গায় তৈরি হয় মন্দির। মন্দিরে প্রতিমা নেই। প্রতিমা এখানে কাঠের তৈরি বুড়া-বুড়ির মুখোশ। বুড়াবুড়ি আসলে চণ্ডি বা দুর্গা। বুড়া-বুড়ির সঙ্গেই পূজিত হন দুর্গা সহ শ্যামাকালী, বাসন্তী, বিষহরী সব সময়ের পুরোহিত সপেন সরকার জানান, কাঠের মুখোশে পুজো হয়ে যাওয়ার পরে মুখোশ আবার বাড়ি নিয়ে যান লোকশিল্পী বীরেন সরকার। মঙ্গলবার সারাদিন মুখোশের রং করা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বীরেনবাবু। এদিন রাতে শিল্পী বীরেন সরকার পরিবেশন করবেন মুখোশ নাচ সহ মঙ্গলচণ্ডী পালাগান। বুধবার সকাল থেকে কয়েক হাজার মানুষ আসবেন ওই মেলা ও পুজোমণ্ডপে। পুজোকে কেন্দ্র করে মিষ্টির দোকান, মণিহারির দোকান সহ বিভিন্ন খেলনার দোকানে ছেয়ে গেছে মেলা প্রাঙ্গণ। বুড়িমেলার জন্য বৈরাঠ্যার বাইরের আত্মীয়রাও আজ বেশিরভাগ ফিরে এসেছেন গ্রামে। মূল সেবাইত বিজয় সরকার, মণিশ্বর সরকাররা জানান, বুড়ি মেলার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় আসেন ও বুড়িপুজোয় সহযোগিতা করেন। সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল বাতাবরণ তৈরি হয় বৈরাঠ্যা বুড়িমেলাকে কেন্দ্র করে। কথিত আছে, বুড়িমেলায় যে যা মানত করেন, তাই পান।

মুখোশের সাজসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পী বীরেন সরকার। ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রায়।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

সফটওয়্যার বিভ্রাটে বালুরঘাট মর্গে পচছে বাংলাদেশির দেহ

সুবীর মহন্ত ● বালুরঘাট

১৪ নভেম্বর ঃ জেলা হাসপাতালের সফটওয়্যারে নেই বিদেশি ঠিকানা রাখার ব্যবস্থা। ফলে নাম ও ঠিকানা বদলের জটিলতায় মর্গে আটকে রয়েছে বাংলাদেশির মৃতদেহ। জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া বাংলাদেশির মৃতদেহ স্বদেশে ফেরাতে গলদঘর্ম দশা আত্মীয়দের। মৃত বাবলু রহমানের সঠিক ঠিকানা ও নাম (পাসপোর্ট অনুযায়ী)। সেই ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য তাই প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আত্মীয়রা। কলকাতাস্থিত হাইকমিশনে সঠিক তথ্যযুক্ত কাগজপত্র জমা না করলে, মিলবে না ছাড়পত্র। ফলে বাংলাদেশে মৃতদেহ কীভাবে ফেরানো যাবে তা নিয়ে চিন্তায় আত্মীয়রা। জানা গেছে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার আখিরা গ্রামের বাসিন্দা বাবলু রহমান (৪৭) হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন গত সপ্তাহে। পাসপোর্ট সহযোগে ওই ব্যক্তি তাঁর আত্মীয় জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের পলাশডাঙা গ্রামের কালাম আলি মণ্ডলের বাড়িতে উঠেছিলেন। বালুরঘাটের এক চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করেন। ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে গতকাল সকালে জেলা হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই বাবলু রহমানের মৃত্যু হয়। এরপরেই যাবতীয় জটিলতার মুখে পড়েছেন আত্মীয়রা। ওই ব্যক্তিকে জেলা হাসপাতালে ভরতির সময় পাসপোর্ট অনুযায়ী ঠিকানা লেখার কথা বলেছিলেন রোগীর আত্মীয়রা। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের সফটওয়্যারে বিদেশি ঠিকানা লেখার রেওয়াজ নেই। ফলে স্থানীয় আত্মীয়ের ঠিকানাকেই বাংলাদেশি নাগরিকের ঠিকানা হিসাবে লেখা হয়েছিল।

মৃতের আত্মীয় কালাম আলি মণ্ডল বলেন, রোগীর ঠিকানার বদলে আমাদের ঠিকানা দিয়েই কাজ চালাতে চেয়েছিল নার্সরা। এমনকি তড়িঘড়িতে মৃতের পদবি, বয়স ভুল করা হয়েছে। এর ফলে হাইকমিশনের ছাড়পত্র পেতে সমস্যা হচ্ছে। মৃতদেহ বাংলাদেশে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়েছি। হাসপাতালে আরও এক বাংলাদেশি রোগী ভরতি রয়েছেন। তাঁর আত্মীয় আবদুল কাশেম মণ্ডল বলেন, আমার আত্মীয়কেও ভরতির সময় পাসপোর্ট অনুযায়ী ঠিকানা লেখার কথা বলেছিলাম। কিন্তু নার্সরা আমার ঠিকানাই লিখেছেন। কেন যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ঠিকানা লেখে না, বুঝতে পারছি না। জেলা হাসপাতাল সুপার তপন বিশ্বাস বলেন, নাম, ঠিকানা বিভ্রাটে একটি মৃতদেহকে হাসপাতাল মর্গেই রাখতে হয়েছে। হাসপাতালের কম্পিউটারের সফটওয়্যার বিদেশি ঠিকানা লেখার জায়গা নেই। তাই স্থানীয় আত্মীয়দের ঠিকানা দিতে হয়। পুরো বিষয়টি জানিয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সামসিংয়ে পালিত হল শিশুদিবস

মেটেলি, ১৪ নভেম্বর ঃ শিশু দিবসে নেহরু যুব কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালিত হল সামসিংয়ে। মঙ্গলবার নেহরু যুব কেন্দ্রের জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে ও সামসিং ওমেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় সামসিংয়ে এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ছিল প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী উত্তম প্রধান, সরিতা প্রধান, সৌভাগ্য গুরু প্রমুখ। নেহরু যুব কেন্দ্রের মেটেলি ব্লকের স্বেচ্ছাসেবক চাহানা লামা ও রবি সিদ্ধা বলেন, 'অনুষ্ঠানে দারুণ সাড়া পড়ে। মিছিলও বের করা হয়।'

তৃণমূলের সভা টুঙ্গিদিঘিতে

করণদিঘি, ১৪ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের আলতাপুর ২ নম্বর অঞ্চল শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল টুঙ্গিদিঘিতে। উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি অমল আচার্য, জেলা যুব সভাপতি গৌতম পাল, করণদিঘি ব্লক সভাপতি সুভাষ সিনহা, ব্লক যুব সভাপতি আজাদ আলি প্রমুখ। সম্মেলনে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে অঞ্চল সভাপতি বিকাশ মালাকার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জেলা সভাপতি অমল আচার্য সবাইকে জোট বেঁধে দলনেত্রীর উন্নয়নের আদর্শকে সামনে রেখে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে বলেন।

শেয়ার বাজার দর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধের সময় দর ছিল নিম্নরূপ ঃ-

শেয়ার বাজার সূচক

বিএসই সেনসেক্স ৩২,৯৪১.৮৭ -৯১.৬৯ (-০.২৮%)
নিফটি ইনডেক্স ১০,১৮৬.৬০ -৩৮.৩৫ (-০.৩৮%)

আদানি পোর্টস	৪১০.৭৫
অম্বুজা সিমেন্টস	২৭১.৩৫
এশিয়ান পেইন্টস্	১,১৫৫.০৫
অরবিন্দ ফার্মা	৭০১.৫৫
অ্যাক্সিস ব্যাংক	৫৪৫.৬৫
বাজাজ অটো	৩,২৬৬.৫৫
বাজাজ ফাইনান্স	১,৭৫৪.৯০
ভারতী এয়ারটেল	৪৯৮.১৫
ভারতী ইনফ্রাটেল	৩৯৬.৯৫
বস্	১৯,৬৭৬.১৫
বিপিসিএল	৪৯৩.০৫
সিপলা	৬০২.৪৫
কোল ইন্ডিয়া	২৭৪.১৫
ডাঃ রেড্ডিজ ল্যাবস	২,৩২০.৩০
আইশার মোটরস	৩০,০৮৯.৫৫
গেইল	৪৫৬.০৫
এইচসিএল টেক	৮৬৯.৮০
এইচডিএফসি	১,৬৬১.৪০
এইচডিএফসি ব্যাংক	১,৮০২.৩৫
হিরো মোটোকর্প	৩,৬৫৫.২০
হিন্দালকো	২৬১.০০
এইচপিসিএল	৪১১.২০
হাল	১,২৮৩.৯০
আইসিআইসিআই ব্যাংক	৩১৪.১০
ইন্ডায়াবুলস হাউসিং	১,১৯৩.০০
ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক	১,৬৩৭.৭০
ইনফোসিস	৯৪৯.১০
আইওসি	৩৮৬.৯৫
আইটিসি	২৫৬.৫৫
কোটাক মাহিন্দ্রা	৯৯৯.২০
লারসেন	১,২১০.২০
লুপিন	৮৩৫.০০
এম অ্যান্ড এম	১,৪২৯.৬০
মারুতি সুজিকি	৮,১২২.৯৫
এনটিপিসি	১৭৭.০৫
ওএনজিসি	১৮২.০০
পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন	২০৬.৯৫
রিলায়েন্স	৮৮৬.৭০
এসবিআই	৩২৯.১০
সান ফার্মা	৫২৬.০৫
টাটা মোটরস	৪১৪.৩০
টাটা পাওয়ার	৮১.৮০
টাটা স্টিল	৬৮৫.৫০
টিসিএস	২,৭১৪.৬০
টেক মহিন্দ্রা	৪৮৭.৯০
আলট্রাটেক সিমেন্ট	৪,৩৬১.৪০
ইউপিএল	৭৪২.৭৫
বেদান্ত	৩০৮.৯৫
উইপ্রো	২৯৮.৫০
ইয়েস ব্যাংক	৩০২.৫৫
জি এন্টারটেইন	৫৪২.১৫